Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 617 – 624
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে মাতৃত্বের পরিবর্তনগত রূপ : একটি নৈতিক পর্যালোচনা

ড. সায়নী ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপিকা
শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ
Email ID : sayanibc03@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Mother, mothering, motherhood, patriarchy, conventional, non– nonconventional, ethics.

Abstract
All material things are impermanent. The material world is always evolving, changing, and creating newer things. This gradual development occurs through the process of creation evident in Prakriti o Purusa. This process is responsible for the emergence of motherhood. Motherhood is a concept that gives social recognition of the biological relationship between a man and a woman. The relationship between a man and woman culminates the birth of a mother.

The changing nature of society has also changed the concept of motherhood. With the change of society, the concept of motherhood has also transformed itself. In this paper, I have tried to bring out how this transformation of conventional idea of a mother changed over a period of time and lead to the development of unconventional idea of motherhood. In this study I have tried to look into the fact that how the unconventional idea of motherhood could be accepted by the patriarchal society and through the challenges faced by it. Lastly, I have tried to enquire how the unconventional idea of motherhood would really established itself or its own.

Discussion
মাতৃত্বের রূপ আলোচনার পূর্বে তার উৎপত্তিগত রূপ আলোচনা আবশ্যক। বস্তু ধর্ম দুই প্রকার, গুণ ও পর্যায়, গুণের বিচারে বস্তু এক নিত্য ও সৎ এবং পর্যায়ের বিচারে বস্তু বহু অনিত্য ও অসৎ। নিত্য ও অনিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই জগতের যাবতীয় বস্তুকার্য পরিচালিত হয়। সৃষ্টি প্রলয় ও ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই জাগতিক কার্য পরিচালিত হয়। জাগতিক বস্তু মাত্রই অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, তাই বস্তু মাত্রই সৃষ্টিশীল ও বিনাশ শীল। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে, প্রকৃতিরূপি

নারী পুরুষের সহায়তায় সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন, এই সৃষ্টিকার্যের মধ্য দিয়েই একজন নারী মাতৃত্বের স্বাদ লাভ করেন।

মাতৃত্বের চিরাচরিত প্রকৃতি, প্রথাগত ও অপ্রথাগত মাতৃত্ব :

মাতৃত্ব বলতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমরা মূলত প্রথাগত মাতৃত্বকেই বুঝিয়েছি, যে মাতৃত্ব গৃহের অভ্যন্তরে থেকেই শুরু হতো এবং সন্তান পালন ও বিকাশের মধ্য দিয়েই যে মাতৃত্ব পরিপূর্ণতা পেত, সন্তান বিকাশে মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও সন্তানের জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি নির্ধারিত হতো বাবার উপর নির্ভর করেই। বর্তমান যুগে মাতৃত্বের পরিবর্তন এসেছে। প্রথাগত মাতৃত্ব কে ছেড়ে মায়েরা অপ্রথাগত মাতৃত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখন প্রশ্ন হল, এই অপ্রথাগত মাতৃত্ব বলতে আমরা কি বুঝি?

মাতৃত্ব একটি সামগ্রিক সত্তা। মাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো মা ও তার সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য, যাকে আমরা মায়ের ক্রিয়া বলে অভিহিত করতে পারি। আমরা মূলত মাতৃত্ব বলতে জৈবিক মাতৃত্ব কে বুঝিয়েছি। আমরা জৈবিক মাতৃত্ব বলতে বুঝি, একজন নারীর বিবাহ ক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়ে জৈবিক কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সন্তান উৎপন্ন করাকে। এই জৈবিক মাতৃত্বের রূপ ধরেই আমরা প্রথাগত ও অপ্রথাগত মাতৃত্বের উপর আলোকপাত করবো। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, প্রথাগত ও অপ্রথাগত মাতৃত্ব বলতে আমরা কি বুঝি? প্রথমেই আলোচনা আবশ্যক, আমরা জৈবিক মাতৃত্বের নিরিখেই প্রথাগত ও অপ্রথাগত মাতৃত্বের আলোচনা করব। এই মাতৃত্ব প্রথাগত বা অপ্রথাগত যাই হোক না কেন, পিতৃতন্ত্র মাতৃত্বের বিকাশে অন্যতম অন্তরায় হয়ে কাজ করে। সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে মাতৃত্বের ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে এই দুই মাতৃত্বের উপর পিতৃতন্ত্রের কিরূপ প্রভাব, তার আলোচনা আবশ্যক। পিতৃতন্ত্র বলতে কি বুঝি, তা আলোচনার পূর্বে মাতৃত্বের উপর পিতৃতন্ত্রের প্রভাব শুরুর কাল আলোচনা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আমরা বেদ, উপনিষদ এবং মনুসংহিতা থেকে মাতৃত্ব সম্পর্কে দুই একটি তথ্য আলোচনা করব।

প্রাচীন যুগের মাতৃত্ব :

বৈদিক যুগে ঘোষা, অপালা প্রমুখ কিছু বিদুষী নারীদের উল্লেখ পাওয়া গেলেও নারীরা ছিল নানা বন্ধনে জর্জরিত। সমাজের অন্যতম ধর্ম ছিল তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা। বিবাহের অপর নাম ছিল বৈধ উপায়ে সন্তানের জন্ম দেওয়া। যেমন অথর্ব বেদে পুত্র সন্তান প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।[১] জৈমিনীর সূত্রে বলা হয়েছে গর্ভবতী মায়ের সামনে একটি কাসার পাত্রে জল রেখে তাতে এক টুকরো সোনা ফেলে দিয়ে ভাবি মাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কি দেখছো? সে উত্তরে বলে সন্তান, পশু, আমার জন্য সৌভাগ্য ও আমার স্বামীর জন্য দীর্ঘ জীবন।[২] আবার মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, বীজ ও গর্ভের মধ্যে বীজই উৎকৃষ্ট, সব প্রাণী বীজের ধর্ম গ্রহণ করে। গর্ভের ধর্ম বীজের হয় না।[৩] এর থেকে বোঝা যায় পুত্র সন্তান কামনাই ছিল সেযুগের সর্বগৃহীত। মাতৃত্বের ব্যাপারে মেয়েদের কোন স্বাধীনতা ছিল না, এ বিষয়ে তারা পুরুষদের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। কিংবা বলা যায় পিতৃতন্ত্র দ্বারা মাতৃত্ব ছিল নিয়ন্ত্রিত।

মধ্যযুগের মাতৃত্ব :

কেবল প্রাচীন যুগেই নয়, মধ্যযুগীয় মাতৃত্ব ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ সেই সময়ে পর্দা প্রথার মত ভিন্ন ঘৃন্যতম প্রথার প্রচলন ছিল। সে যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সহমরণে যাওয়ার ফলে সন্তানরা থাকতো অবহেলিত। তাই সেযুগেও মাতৃত্ব ছিল দুর্দশাগ্রস্ত ও বন্ধনে জর্জরিত। মাতৃত্বের এই বন্ধন কি বরাবর কি ছিল নাকি এই বন্ধনের আগমন হয়েছে কোন এক যুগে, সে বিষয়ে আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করব। সমাজের আদিম যুগে নারীর ক্ষমতায়ন ছিল কিংবা মাতৃত্ব ছিল স্বাধীন। কিন্তু যখনই জমি সম্পত্তির মালিকানা পুরুষদের হাতে চলে গেল তখনই পুরুষ নারীর উপর মালিকানা আরোপ করল। ফলে নারী বন্ধনে জর্জরিত হল এবং মাতৃত্ব হল

পরাধীনতার আবদ্ধ। এঙ্গেলস্ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি ছিল স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়, যার ভার এখনো বহন করছে নারী।

মাতৃত্ব শব্দের প্রয়োগকাল :

মাতৃত্ব যে পুরুষতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে মাতৃত্ব ও পিতৃতন্ত্র আলোচনার পূর্বে শব্দ দুটির অর্থ বিশ্লেষণ আবশ্যক। মাতৃত্ব শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'motherhood'। Ann Dally বলেন, ১৫৯৭ সালে শব্দটির সৃষ্টি হয় থেকে এবং তারপর থেকেই শব্দটির প্রয়োগ ঘটতে শুরু করে।[৪] তবে মা শব্দের প্রয়োগ সৃষ্টির শুরু থেকেই ঘটে চলেছে। কারণ মা মানেই তো সে যে তার সন্তানের লালন পালন করে তাকে যত্নের সঙ্গে বড় করে তোলে। সুতরাং মা তার সন্তানের শারীরিক মানসিক সকল বিকাশের সহায়ক হয়। সন্তানের বিকাশে মা এতটাই মনোযোগী থাকে যে তার নিজের যত্নের ব্যাপারেই অমনোযোগী হয়ে পড়ে। সুতরাং যুগের শুরু থেকেই মাতৃত্বের ক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক ছিল অকৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ, তা সে প্রাচীন বা মধ্য যে যুগ ই হোক না কেন।

মাতৃত্বের উপর পিতৃতন্ত্রের প্রভাব :

মায়ের সঙ্গে সন্তানের আত্মিক যোগ যে কতখানি, তা আমরা দেখলাম উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে। সন্তানের জন্মের ক্ষেত্রে বাবার ভূমিকা থাকলেও সন্তান পালনের ক্ষেত্রে বাবার ভূমিকা কতখানি, সেই বিষয়ে মতামত আরোপ করে পিতৃতন্ত্র। আমাদের জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করেন ঈশ্বর, ঠিক একই ভাবে পুরুষ বা স্ত্রী কে কি দায়িত্ব পালন করবে, তা নির্ধারণ করে পিতৃতন্ত্র। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নিজেকে ঈশ্বরসম মনে করে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান রচনা করে। অর্থাৎ নারীর জন্য সন্তান পালনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আরোপ করে এবং পুরুষের স্বার্থে তার দায়িত্ব অর্পণ করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ।

এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মাতৃত্বকে রাখে হাতের মুঠোয়। সন্তানধারণ ও পালনে মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও সেই ভূমিকা পিতৃতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ সন্তান জন্মের পর পিতৃপরিচয় বহন করে, মাতৃ পরিচয় নয়। সমাজের উপযোগী মানুষ করে তোলার ব্যাপারে সন্তানের পথপ্রদর্শক হয় তার বাবা। সুতরাং সন্তান গঠনের মূল দায়িত্ব তার বাবার হাতেই থাকে, মাকে ক্ষমতা প্রদান করা হলেও সে তার ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারেনা। সন্তান পালন মায়ের একটি সহজাত ধর্ম, তবে সামগ্রিক বিষয়টি পিতৃতন্ত্রের অধীনেই থাকে। তাই বলা যায়, মাতৃত্ব পিতৃতন্ত্রের বন্ধনেই জড়িত।

পিতৃতন্ত্র কি :

মাতৃত্ব যে পিতৃতন্ত্রের বন্ধনে জড়িত, তার স্বাধীন স্বতন্ত্র মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই, সে বিষয়ে আলোচনা করলাম। বর্তমানে আমরা পিতৃতন্ত্রের আলোচনা করব। যদিও পিতৃতন্ত্র বলতে আমরা বুঝেছি পিতার শাসনে থেকে শাসনকার্য পরিচালনা। এ প্রসঙ্গে Hartmann বলেছেন,

> ''patriarchy is a hierarchical set of social relations among men which has a material base in men's control of women's labour power and restriction of women's sexuality, either towards reproductive purposes or towards satisfying the needs of men (cited in Gordon 1990:9).''[৫]

হার্টম্যান এর এই উক্তি থেকে বলা যায়, সমাজ ব্যবস্থার শীর্ষে থাকে এই পিতৃতন্ত্র, শীর্ষে থেকে তা মাতৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। যৌনতার উপর স্বেচ্ছাচারিতা যেমন থাকে পুরুষদের, তেমনি মেয়েদের গর্ভের উপরে ও থাকে তাদের অধিকার। কোন পরিস্থিতিতে কে কি করবে, তা পিতৃতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে পিতৃতন্ত্র মানদণ্ডরূপে কাজ করে।

পিতৃতন্ত্র যে মাতৃত্বকে বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে, সে বিষয় নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করলাম। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মাতৃত্বের উপর ছিল পিতৃতন্ত্রের ছায়া, কিন্তু সেই ছায়া কি বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে? সেই যুগে মাতৃত্ব ছিল গর্বের বিষয়, যদিও মায়েরা গর্বিত তখনই হতো, যখন সে পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে পারত। কিন্তু বর্তমানে তার অনেক

পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের মূলে রয়েছে কখনো পুরুষ শাসিত সংগঠন আবার কখনো নারী শাসিত সংগঠন। এখন আমরা দেখব, এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে মাতৃত্বে কিরূপ পরিবর্তন এসেছে বা আদৌ পরিবর্তন এসেছে কিনা?

প্রথাগত মাতৃত্ব ও অপ্রথাগত মাতৃত্ব - একটি তুলনামূলক আলোচনা :

প্রাচীন বা মধ্যযুগে মূলত গৃহস্থালী ও সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালনে নিহিত ছিল তাদের জীবন। সেযুগে কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও তার পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য। বিংশ শতকের শেষের দশক থেকেই মূলত মহিলারা অন্দরমহলের বাইরে কর্মরত হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র গৃহকর্ম ও সন্তান পালনে নিজের জীবনকে আবদ্ধ না রেখে পেশার জগতে প্রবেশ করেছে। কিংবা বলা যায় প্রথাগত মাতৃত্ব থেকে অপ্রথাগত মাতৃত্বে প্রবেশ করেছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই অপ্রথাগত শব্দটির প্রয়োগ হল কেন? পিতৃতন্ত্রের নিরিখেই শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। গৃহে সন্তান পালনে কর্তব্যরত মাকে পিতৃতন্ত্র প্রথাগত রূপে আখ্যা দিয়েছে। অপরপক্ষে যখনই গৃহের বাইরে মাতৃত্বের প্রবেশ ঘটেছে, সেই মাতৃত্বকে কলঙ্কিত করে তারা অপ্রথাগত আখ্যা দিয়েছে। কারণ স্বাধীনচেতা মাতৃত্বের অপর নাম অপ্রথাগত।

এই অপ্রথাগত মাতৃত্বে একদিকে রয়েছে পেশা এবং অপরদিকে রয়েছে সন্তান পালনে কর্তব্যরত জীবন। এই পেশা বিভিন্ন প্রকার। শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত মায়েরা যেমন একদিকে রয়েছে, তেমনি ক্ষেত খামার, কলকারখানা, শ্রমিক, গৃহের পরিচারিকা ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত মায়েরাও রয়েছে। অবশ্য সকল কাজেই কর্মরত মায়েরা নিজেদের সন্তানদের রাখে সর্বাগ্রে। কারণ সন্তানদের সুখে নিহিত আছে মায়ের সুখ।

যুগ যুগ ধরে মায়েরা প্রথাগত মাতৃত্বকে বরণ করে নিয়েছে, তাহলে বর্তমানে তাদের এই কর্মরত মাতৃত্বে প্রবেশের প্রয়োজন হল কেন কিংবা বলা যায় অপ্রথাগত মাতৃত্বের প্রয়োজন হল কেন? মূলত পিতৃতন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই তাদের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। নিজ স্বাধীনতা ও অধিকারকে নিজের করে পেতে এবং মাতৃত্বকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কর্মজগতে প্রবেশ প্রয়োজনীয় ছিল। স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয়টি ছিল পরিষ্কার। কারণ পূর্বেই আমরা দেখেছি পিতৃতন্ত্রের বন্ধনে থেকে কিভাবে তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার অসুরক্ষিত ছিল। মূলত সন্তানের জন্ম দেওয়াটাই ছিল মহত্ত্বের বিষয়, কিন্তু সন্তানের জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে, তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু মায়েরা যদি অর্থনৈতিক সাফল্য পায় তাহলে সন্তানের উপর সে কর্তৃত্বের দাবি করতে পারে। তাই কর্ম জগতে প্রবেশ ছিল অতি প্রয়োজনীয়।

কর্মরত মায়েদের যে বিভিন্ন পেশার কথা আমরা আলোচনা করেছি, সেই সকল পেশা সমাজের সম্মানজনক নয়। কিছু নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত মায়েরা (যেমন - ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ) সমাজের সম্মানের অধিকারী হয়। কিন্তু এই পেশার সংখ্যা নগণ্য। অনেক মহিলাই চাষাবাদ বা কলকারখানায় শ্রম প্রদানকারী কাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম শ্রেণীর মহিলারা সমাজে উচ্চপদস্থ রূপে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলারা সমাজে নিম্ন পদস্থরূপে চিহ্নিত। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মহিলাদের কর্মজগৎ ও মাতৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। কর্ম জগতে প্রবেশের ফলে একদিকে যেমন তাদের স্বাধীনতা বজায় থাকে, তেমনি সন্তানের স্বার্থও সুরক্ষিত থাকে। এখন প্রশ্ন হল, সন্তানের স্বার্থ বলতে কি বুঝি? এক্ষেত্রে বলা যায় পরিবারে যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই কর্মরত হয়, তাহলে সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা বজায় থাকে। বলা যেতে পারে, এতে পারিবারিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকে। কিন্তু যারা নিম্নপদস্থ বা সমাজে অবহেলিত তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই চিত্র নয়। তারা নিজেদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে নয়, বরং অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই তারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। অবশ্য দুই ক্ষেত্রেই মায়েরা সন্তানের স্বার্থই দেখে। প্রথম ক্ষেত্রে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার পথটা যাতে সহজ হয়, সেই স্বার্থ দেখে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সন্তানদের মূলত অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই মায়েরা কর্মরত হয়।

এতক্ষণ আমরা গৃহের বাইরে কর্মরত তথা অপ্রথাগত মাতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বর্তমানে আমরা গৃহে কর্মরত মায়েদের সম্বন্ধে আলোচনা করব। অবশ্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, গৃহের অভ্যন্তরে থেকে সন্তান

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 617-624
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিকাশ ও তার পালনের মধ্যে দিয়ে প্রথাগত মাতৃত্বের প্রকাশ হয়। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের মাতৃত্বের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। কারণ বর্তমান যুগে মায়েরা সন্তানদের দেখাশোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বড় হওয়ার জন্য উপযোগী সকল দিকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এখন আমরা প্রথাগত মাতৃত্ব ও অপ্রথাগত মাতৃত্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করব। এই উভয়ের মধ্যে কেউ এককভাবে নাকি উভয়েই সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে উপযোগী তার আলোচনা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে করব। মূল বিষয় হলো সন্তানের বিকাশ।এই বিকাশের নানা পর্যায় রয়েছে যেমন শারীরিক, মানসিক, মনোবৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ইত্যাদি। কারণ বিকাশ যদি পরিপূর্ণ না হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমাজের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের সমাজে মায়েরই মূল দায়িত্ব বর্তায় একটি সন্তানকেই উপযুক্ত ভাবে গঠন করে তাকে সমাজের উপযোগী করে তোলা।

একজন ভালো মা সম্পর্কে যে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, নিম্নে তার বিশ্লেষণ আবশ্যক। একজন ভালো মা সেই হবে যে সন্তানের বিকাশের সহায়তা করবে। এই বিকাশ বহুবিধ। সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে তার নানারূপ সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ (খেলাধুলা, নাচ, গান, সাঁতার, অংকন ইত্যাদি) যেমন বিকাশের অন্তর্গত তেমনি তার শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে মায়ের ওয়াকিবহাল থাকাটাও বিকাশেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সার্বিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যেমন সন্তানের জ্ঞানমূলক ক্রিয়ার বিকাশ ঘটে, তেমনি তার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও ঘটে। তাই কেবল সন্তানের জন্ম দিলেই মা হয় না, সন্তানের উপযুক্ত রক্ষক মাকেই হতে হয়।

তাই বলা যায়, কোন মা তার সন্তানকে সময় দিলেই ভালো মা হতে পারে না, সেই সময়টা উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করাটাও প্রয়োজন একজন মায়ের তার সন্তানের বিকাশের ক্ষেত্রে। বিষয়টা এইভাবে বোঝা যাক - একজন গৃহে অবস্থানকারী মা তার সন্তানের সবদিকের দেখাশোনা করে। আবার সেই মায়ের জীবনে সন্তানের লালন পালন ছাড়াও ব্যক্তিগত কাজ (যেমন গৃহস্থালির কাজ, দোকান বাজার করা, টিভি দেখা ইত্যাদি) থাকে। অনেক সময় সেই কাজের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে অজান্তে সন্তান বিকাশের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে মা তার সন্তানের প্রতি সার্বিক দায়িত্ব পালন করার পরও সন্তানটি সমাজে উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারছে না। তাই আমার মনে হয়, কেবল সময় নয়, সময়েরও অতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন। তা আলোচনার পূর্বে একজন কর্মরতা মায়ের তথা অপ্রথাগত মায়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ আবশ্যক। নিম্নের তারই আলোচনা করা হল।

নিজেদের অধিকার এবং মাতৃত্বের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল। কারণ মূলত অর্থনৈতিক দুর্বলতাবশতই মেয়েদের অবস্থান ছিল পুরুষদের নিম্নে। তাই অধিকারের সমতার জন্যই মেয়েদের বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা তো হঠাৎ করে সম্ভব নয়, দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় হল কর্মরতা তথা অপ্রথাগত মায়ের মাতৃত্ব। কি কি কর্মে মায়েরা নিযুক্ত থাকতে পারে, তার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। মূল বক্তব্য হল, একজন কর্মরতা মাকে তার নিজের কর্ম জগত এবং পরিবার ও সন্তানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। যারা উচ্চপদস্থ বিষয়ে (যেমন ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক) যুক্ত, তাদের প্রায় প্রতিদিনই ছয় থেকে আট ঘন্টা বা তার অতিরিক্ত কিছু সময় কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। অপরপক্ষে যারা কম অর্থ উপার্জনকারী (যেমন - শ্রমিক, পরিচারিকা, চাষী ইত্যাদি) তাদের কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না। তাদের ছয় বা আট ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় কাজে যুক্ত থাকতে হয়। তাই তাদের সকলকেই কর্মরত জীবন ও মাতৃত্বের মধ্যে সমঝোতা করে চলতে হয, যা বেশ জটিল ব্যাপার। আর এই জটিলতার মূল কারণ হল সময়ের অভাব।

সময়ের অভাব যে মাতৃত্বের জন্য ক্ষতিকর তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ববিদ, মনোবিশ্লেষণকারীরা দিয়েছেন।

> "The working mother is often negatively depicted as a woman concerned more with her own personal success (e. g. maintaining a perfect body, getting a big salary, career advancement) and attainment of material objects (e. g. new car, big house, expensive cloth) than the success of our own children (Johnson & Swanson, 2004)."[৬]

অর্থাৎ একজন কর্মরতা মহিলা তার সন্তানের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় তার যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি, কেরিয়ার ইত্যাদির ব্যাপারে বা তুলনামূলক বিচারের সন্তান তার কাছে অবহেলিত।

> "They have become good workers and liberated women by tackling their roles of worker and mother simultaneously and in the process have become 'bad mothers' because they appear not to practice intensive mothering as fully as stay at home mothers and might even allow others to do a 'mother's job' (Macdonald, 1998; Uttal 2002; Wringley,1995)."[৭]

অর্থাৎ যেহেতু তারা কর্মরতা তাই তারা ভালো কর্মী হতে পারে, কিন্তু ভালো মা হতে পারে না।

আমরা প্রথাগত ও অপ্রথাগত দুই প্রকারের মাতৃত্বের আলোচনা করলাম। প্রথাগত মাতৃত্বের প্রকারভেদ হিসেবে আমরা যেমন প্রাচীন যুগের ও মধ্যযুগের মাতৃত্ব কে দেখিয়েছি, তেমনি বর্তমান যুগে প্রথাগত মাতৃত্বের কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তাকেও দেখানোর চেষ্টা করেছি। প্রথাগত মাতৃত্বের পরিবর্তিত রূপ হিসাবে কিভাবে মায়েরা অপ্রথাগত মাতৃত্বে প্রবেশ করেছে, তাও দেখানোর চেষ্টা করেছি। বয়স অতিক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের চাহিদাগুলোও পাল্টে যায়। একেবারে শিশু বয়সে সন্তানের যে চাহিদা গুলো থাকে, ৪ - ৫ বছর বয়সের পর সেই চাহিদাগুলো পাল্টে যায়। মাতৃত্ব একটি পূর্ণ সময়ের বৃহত্তম ক্রিয়া।

সন্তান বিকাশের ক্ষেত্রে সময় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এই বিষয়ে সংশয় নেই যে একজন গৃহে কর্মরত মা ভালো মা। কিন্তু গৃহের বাইরে কর্মরত হলেই যে সে মন্দ মা একথা মনে করারও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সন্তানের সার্বিক বিকাশের জন্য যেমন সময়ের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন অর্থের। তাই একজন অপ্রথাগত মা কিন্তু সন্তানের উন্নতির জন্য বাবার মতোই সমান সহযোগিতা করতে পারে। একজন মাকে তার সন্তানের উন্নতি ঘটাতে গেলে নিজের মনেরও উন্নতি ঘটানোর প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন স্বনির্ভর মহিলা যখন মাতৃত্বের রূপ নেয়, তখন তার নিজেরও মানসিক উন্নতি সাধন ঘটে। নিজের মানসিক বিকাশ ঘটলে সন্তানেরও সার্বিক বিকাশ ঘটানোটা সহজসাধ্য হয়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, এই দায়িত্ব কে যথাযথভাবে পালন করে কে? একজন গৃহে অবস্থানকারী মা নাকি একজন কর্মরতা মা? তবে তার আগে জানা প্রয়োজন সমাজে মাতৃত্বের অবস্থানটা কি? আসলে বহু যুগ ধরে কিছু প্রচলিত প্রথা কিংবা বিশ্বাস রয়েছে মাতৃত্ব সম্বন্ধে। সেই বিশ্বাসগুলি সম্বন্ধে একদিকে যেমন আমরা আলোচনা করব, তেমনি মাতৃত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজবিদ নৃতত্ত্ববিদরা কি বলেছেন তার আলোচনাও করা দরকার। 'American anthropologist ও primatologist Hardy বলেছেন,

> "myths of motherhood are presented as natural, instinctual, intuitive as opposed to cultural, economic, political and historical (Hardy, 2000)."[৮]

অর্থাৎ বলা যায় মাতৃত্ব সম্পর্কে যে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী মাতৃত্ব রূপ ধর্মটি মায়েদের মধ্যে স্বাভাবিক রূপেই থাকে। অর্থাৎ মাতৃত্ব তাদের মজ্জাগত। অপর পক্ষে মাতৃত্বের সঙ্গে অর্থনীতি বা রাজনীতির কোন যোগাযোগ নেই। এর থেকে বোঝা যায় তিনি এখানে প্রথাগত মাতৃত্ব বা গৃহে অবস্থানকারী মাতৃত্বের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মাতৃত্ব মায়েদের সহজাত। একজন মা উপযুক্ত মা রূপে তখনই গৃহীত হবে, যখন সে তার সন্তানের বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। উপযুক্ত মাতৃত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে এখানে একটি উক্তি তুলে ধরা হল। O's Reilly বলেছেন,

> "today is good mother is at home with her children but also spending physical and psychological quality time with them each day to ensure their proper development : whether the activity is one of the numerous structured moms-and-tots programs - swimming, Kinder gym, dance or an at home activity - reading, gardening, cooking, playing - the Mother's Day is to revolve around the child, and is to be centered upon the child's educational development. The child is to be involved in any domestic labour performed and the core at hand is to be transform into a learning experience for the child (O's Reily's, 1996, p.90).[৯]
> Intensive mothering is therefore also considered a full-time job - a constant responsibility at least in a child early years (Thompson & Walker, 1989)"[১০]

ভালো মা সম্পর্কে তারা যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছেন, তাদের বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হল, ভালো মা সেই, যে সন্তানের বিকাশে সহায়তা করবে। এই বিকাশ নানা প্রকার। সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে তার নানারূপ সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ যেমন খেলাধুলা নাচ, সাঁতার ইত্যাদি যেমন বিকাশের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি তার স্বাস্থ্য শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে মায়ের ওয়াকিবহাল থাকাটাও বিকাশের অন্তর্ভুক্ত। এর থেকে বোঝা যায় প্রথাগত মাতৃত্বের উপরেই তারা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রথাগত ও অপ্রথাগত মাতৃত্বের তুলনামূলক বিচারে অনেক সমাজতত্ত্ববিদ বা নৃতত্ত্ববিদ যে প্রথাগত মাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম। কিন্তু অপ্রথাগত মাতৃত্ব তখনই কলঙ্কিত হবে যখন সে তার সন্তানের বিকাশে উপযুক্ত সময়টুকু দেবে। এই সময় ব্যায়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই তাদের নিম্নবর্গের মহিলা যেমন পরিচারিকা বা পরিবারের কারুর উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। কর্মরতা মহিলাদের স্বপক্ষে Jimnez (1978) বলছেন,

> "career women may have more positive Motherhood experiences. Jimnez found that job-oriented women tended to be better adjusted than other women at six weeks Postpartum. She suggests that successful employment and reproductive experiences may represent a general style of good coping.it is probable that womens experiences of new Motherhood are multidimensional and that attitude towards work effect some dimensions of motherhood experience is and Not other."[১১]

অর্থাৎ তিনি বলছেন কর্মজগতের সঙ্গে মাতৃত্বের কোন বিরোধিতা নেই। বরং দুই এর সমন্বয়ে ভালো মাতৃত্বের সূচনা হতে পারে।

নৈতিকতার নিরিখে প্রথাগত ও অপ্রথাগত মাতৃত্বের বিচার :

দর্শনের ছাত্রী হিসেবে নৈতিকতার নিরিখে প্রথাগত ও অপ্রথাগত মাতৃত্বের নৈতিক রূপ বিশ্লেষণ আবশ্যক। নৈতিকতা পরিচালিত হয় একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডের নিরিখে। মাতৃত্বের ক্ষেত্রে এই মানদন্ড হল সন্তানের বিকাশ। প্রথাগত বা অপ্রথাগত যে মাতৃত্বের আলোচনা হোক না কেন, উভয়ের মূল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে সন্তান বিকাশের উপর। তাই নৈতিকতার মানদন্ডে উভয় মাতৃত্বই ভালোর তকমা লাভ করে।

আবার এই সন্তান বিকাশের উপর নির্ভর করে উন্নততম সমাজ গঠিত হয় এবং উন্নততম সমাজই উন্নততম সংস্কৃতি গঠনের পরিচালক হয়। তাই প্রথাগত ও অপ্রথাগত উভয়মাতৃত্বই যে সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে অন্যতম পথপ্রদর্শক হয়, সেই বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

Reference :

১. গোরহিলা গৃহ্য সূত্র ১ : ১৭
২. পত্র নবম, প্রাচীন কিন্তু ইতিমধ্যে জমির পরিবর্তিত চিত্র, অথর্ব বেদের প্রথম সংখ্যা ৭ : ৩৭
৩. মনুসংহিতা দ্বিতীয় : রচনায় উল্লেখিত ১৪৫

৪. Hirsch, Marianne, The mother/daughter plot narrative, psychoannalysis feminism. Bloomington: Indian University Press, 1989. P. 14

৫. Gordon, Tuula, Feminist mothers : New York : New York University Press, 1990. p. 9

৬. Johnston, D., & D.H. Swanson. 'mom's hating mom': the Internalization of Mother War Rhetoric' Sex Roles 51 (2004) : 497-51

৭. Macdonald, C. L. Manufacturing Motherhood: 'The Shadow Work of Nannies and Au Pairs.' QUALITITAVE SOCIOLOGY 21:1 (1998) : 25-48

৮. Hardy. S. B. Mother Nature. London: Vintage, 2000.

৯. Thompson, L., & A. J Walker. "Gender in Familiers : Women and Men in Marriage , Work and Parenthood. "Journal of Marriage and Family 51.4 (1989) : 845 -871

১০. O'Reilly, Andrea. Ain't That Love? Anti Racism and Racial Constructions of Motherhood. In M. T. Reddy, (Ed.), Everyday acts against racism. Seattle, Wa : Seal Press, 1996. P. 90

১১. Westbrook, M.T. "The Reactions to Child Bearing and Early Maternal Experience of Women With Differing Material Relationships". Br. J. Med. Psychol. 51.2(1978). P. 191 - 199